দৈনিক সংবাদ

3 0 MAY 1992

ক্যাম্পাসে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশংকা

৩টি হলে তল্লাশি।। গোলাগুলি ৬০টি কক্ষে লুটপাট

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

গতকাল শুক্রবার ভোরে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হলের বিভিন্ন কক্ষে তল্লাশি চালায়। এ তল্লাশি চলাকালে কাউকে গ্রেফতার বা কোন অস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি।

তবে জহুরুল হক হলে তল্লাশি শেষ করে পুলিশ হল গেট দিয়ে বের না হতেই হলের ভিতর থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। এ সময় কমপক্ষে ৩০ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করা হয়। এ গুলিবর্ষণের ফলে হলের সদ্য ঘুমভাঙ্গা ছাত্রদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ পুনরায় হলের ভিতরে প্রবেশ করে এবং এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে বের হয়েআসে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পুলিশের এই প্রথম ও দ্বিতীয়বারের তল্লাশির সময় অস্ত্রধারী ও বহিরাগতদের পুলিশের পাশাপাশি হাঁটতে দেখা যায়।

এদিকে আওয়ামী লীগ নেতা মন্টুর সমর্থিত ছাত্রলীগের একটি সশস্ত্র গ্রুপ গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল দখলের পর থেকে গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত কমপক্ষে হলের ৬০টি কক্ষের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। হল দখলকারীরা হলের এসব কক্ষের সামনের দিকের দরজার তালা অক্ষত রেখে পেছনের দিকের ভেন্টিলেটার ভেঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করে এবং কক্ষে রক্ষিত বই পুস্তক থেকে শুরু করে সবকিছুই লুটপাট করে নিয়ে যায়। দখলকারীরা ছোট ছোট টোকাইদের কক্ষে প্রবেশ করিয়ে জিনিসপত্র বের করে আনার কাজে লাগাচ্ছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৬

ক্যাম্পাস ঃ সংঘর্ষের আশংকা

(১ম পাতার পর)

গতকাল বিকেল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ৮ রাউণ্ড গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা যায়। এ গুলিবর্ষণের কোন কারণ জানা যায়নি।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি

ছাত্রলীগের (মন্টু গ্রুপ) জহুরুল হক হল দখলের পর থেকে গতকালও ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময়ে একটা বড় ধরনের সংঘর্ষের আশংকায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।

নিন্দা

জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের ভিপি সুভাষ সিংহ রায় ও ভারপ্রাপ্ত জিএস সুজিত কুমার রায় নন্দী গতকাল এক বিবৃতিতে জগন্নাথ হলে পুলিশী তল্লাশি চালিয়ে সাধারণ ছাত্রদের হয়রানির নিন্দা করেছেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম এক যুক্ত বিবৃতিতে জহুরুল হক হলে লোক দেখানো দায়সারাগোছের পুলিশী তল্লাশির ঘটনায় উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তারা বলেন, গত ২৭শে মে বাদল হত্যাকারী এবং সরকারী মদদপুষ্ট বহিরাগত অস্ত্রধারীরা জহুরুল হক হল দখল করে নেয়ার পর গোটা ক্যাম্পাসসহ শান্তিপ্রিয় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আকাঙ্ক্ষা ছিল কঠোর পুলিশী হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে জহুরুল হক হলকে খুনী ও অস্ত্রধারী মুক্ত করা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, গত ২৭ ও ২৮শে মে'র পুলিশি প্রশাসনের নির্বিকার ভূমিকা এবং গতকাল সকালে জহুরুল হক হলে পুলিশের দায়িত্বজ্ঞানহীন তল্লাশি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে বর্তমানে জহুরুল হক হলে অবস্থানরত অবৈধ অস্ত্রধারীদের প্রধান মদদদাতা বর্তমান সরকার এবং তার পুলিশ।